

এপ্রিল ০৫, ২০২০

মান্যবর শেখ হাসিনা  
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ঢাকা

মাধ্যম:

ড. হাছান মাহমুদ, মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়: বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে সম্প্রচাররত ১৬টি কমিউনিটি রেডিও স্টেশনকে কভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকটকালে জরুরি সরকারী সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ।

প্রিয় মহোদয়,

বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন এর পক্ষ থেকে সালাম ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। বিএনএনআরসি বাংলাদেশ সরকার, শিল্প, রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও উন্নয়ন সহযোগীদের মাঝে কমিউনিটি মিডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছে। বিএনএনআরসি জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) ও জাতিসংঘের ইকোনোমিক এন্ড সোস্যাল কাউন্সিল-এর বিশেষ পরামর্শক মর্যাদাপ্রাপ্ত সংস্থা এবং জাতিসংঘের ডব্লিউএসআইএস (WSIS) পুরস্কার-২০১৬, ২০১৭, ২০১৯ ও ২০২০-এর বিজয়ী এবং চ্যাম্পিয়ন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মান্যবর শেখ হাসিনা কমিউনিটি রেডিও চালু করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮ এ দিন বদলের সনদ'র ১৯.১ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে স্থানীয় ভিত্তিক কমিউনিটি রেডিও চালুর উদ্যোগ গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন, যা ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়। কমিউনিটি রেডিওগুলোর সাফল্যকে স্বীকৃতি দিয়ে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪ এর প্রাক্কালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহারের ১৯.১ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে আবারও ঘোষণা করেছেন যে "প্রত্যন্ত অঞ্চলে আরও অধিক সংখ্যক কমিউনিটি রেডিও-র লাইসেন্স দেওয়া হবে

তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে চলমান ১৮টি কমিউনিটি রেডিও প্রতিদিন অবিরত ১৬০ ঘন্টারও বেশি সময় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। ১০০০ জন যুবনারী ও যুবকের অংশগ্রহণে নতুন ধারার এ গণমাধ্যমটি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ১৬টি জেলায় সর্বমোট ১১০টি উপজেলার বর্তমানে প্রায় ৬০ লাখ জনগোষ্ঠী কমিউনিটি রেডিও'র সুবিধা ভোগ করছেন।

জাতীয় গণমাধ্যমের মতো কমিউনিটি মিডিয়াগুলো সামনে থেকে কভিড-১৯ এর প্রতিরোধে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদ এবং আশপাশের এলাকায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি সম্প্রচার করছে। ১৬টি কমিউনিটি রেডিও স্টেশনগুলো সংকটকালে জনগণের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে তাদের প্রতিদিনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১ মার্চ ২০২০ থেকে বাংলাদেশে সম্প্রচাররত কমিউনিটি রেডিও একযোগে বিরতিহীনভাবে ৫০ ঘন্টা করোনা ভাইরাস সম্পর্কে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সচেতন করতে সম্প্রচার করছে বিশেষ অনুষ্ঠান। বিএনএনআরসি কেন্দ্রীয়ভাবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও বাংলাদেশ সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসআর) থেকে প্রাপ্ত কভিড-১৯: কৌশলগত প্রস্তুতি ও এ দুর্যোগ মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে অনুষ্ঠান নির্মাণের দিক-নির্দেশনাসহ সম্প্রচাররত কমিউনিটি রেডিও স্টেশনগুলোতে প্রেরণ করছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রকাশিত কভিড-১৯: মোকাবেলায় জাতীয় প্রস্তুতি পরিকল্পনা এবং এ বিষয়ে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির সাথে সমন্বয় করে কৌশলগত প্রস্তুতি ও এ দুর্যোগ মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে অনুষ্ঠান নির্মাণের দিক-নির্দেশনাসহ সম্প্রচাররত কমিউনিটি রেডিও স্টেশনগুলোতে প্রেরণ করছে।



দ্রুত সামাজিক দূরত্ব এবং কোয়ারেন্টাইন/আইসোলেশনের কারণে কমিউনিটি মিডিয়া সেক্টর ব্যাপক চাপের মাঝে রয়েছে। অনুদান সংগ্রহের কাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে এবং বিজ্ঞাপন থেকে প্রাপ্ত আয় রাতারাতি কমে যাবার ফলে কমিউনিটি রেডিওগুলো আর্থিক সংকটের মাঝে রয়েছে, অনুদানপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলোর প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ কমে যাচ্ছে ও সংকুচিত হয়েছে এবং অধিকাংশ কমিউনিটি রেডিওর কোন আপদকালীন অর্থের ব্যবস্থা না থাকায় জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

#### আপনার সদয় অবগতির জন্য

কমিউনিটি রেডিওগুলো গ্রামীণ জনপদে সচেতনতা সৃষ্টির একটি অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম। কভিড-১৯ প্রতিরোধে নাগরিক সমাজ, সরকারের স্বাস্থ্যকর্মী, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম সম্প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কভিড-১৯: করোনা ভাইরাস মোকাবেলার জন্য এখন প্রয়োজন সরকার, নাগরিক সমাজ ও স্থানীয় ব্যবসায়ী সমাজসহ সকল অংশীজনের সহযোগিতা। জন্মালগ্ন থেকে বিএনএনআরসি সামাজিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মাঝে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা সফলভাবে চালিয়ে আসছে।

কমিউনিটি রেডিওগুলোতে নিয়মিত করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনগণকে সচেতন করছে এবং প্রাত্যহিক জীবন এবং জীবিকা নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করছে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কি কি করণীয় সে সংক্রান্ত অনুষ্ঠান সম্প্রচার ও করছে। এর ফলে দ্বিমুখি যোগাযোগ সৃষ্টি হয়েছে, শ্রোতারা ফোন কল এবং ক্ষুদ্রে বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করে উত্তর জানতে পারছে, পাশাপাশি কভিড-১৯: ফোকালরা স্থানীয় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির বিভিন্ন তথ্য ও নির্দেশনা সংগ্রহ করে সম্প্রচার করছে, যার ফলে একটি সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনগুলোর সাথে একটি জোরালো সমন্বয় গড়ে উঠেছে।

প্রতিটি কমিউনিটি রেডিও স্টেশনে একজন সম্প্রচারকারীকে এ কর্মসূচি সমন্বয়ের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কমিউনিটি রেডিও স্টেশনগুলো কভিড-১৯ সংক্রমণের বিষয়ে সরাসরিভাবে স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে যা জাতীয় ও আঞ্চলিক রেডিওগুলোর পক্ষে সম্ভব নয়। কমিউনিটি রেডিওগুলো স্থানীয় ও আঞ্চলিক ভাষায় পরিচালনা করার কারণে জনগণ সহজে বিষয়টি বুঝতে পারে। কমিউনিটি রেডিওগুলোর প্রচারের ফলে গুজব এবং মিথ্যা তথ্যের প্রচার কমেছে এবং কভিড-১৯ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৬টি কমিউনিটি রেডিওর সম্প্রচার অব্যাহত রাখার জন্য এই সংকটকালীন সময়ে আপনার আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

আপনার সদয় বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ তুলে ধরা হলো, এবিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো:

১. জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কমিউনিটি রেডিওর সম্প্রচার সময় ক্রয় করে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা।
২. কমিউনিটি রেডিও নীতিমালা ২০১৮ অনুসারে তথ্য মন্ত্রণালয় কমিউনিটি রেডিও ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা।
৩. কভিড-১৯ কন্টেন্ট ফান্ড গঠন করা। কভিড-১৯ বিষয়ক মানসম্মত ও সঠিক সংবাদ তৈরি এবং ধারাবাহিক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে গ্রামীণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণকে জরুরি অবস্থায় মানসিক সহায়তা প্রদান করা।

আমরা আশা করি আপনি এ বিষয়গুলো সদয় বিবেচনা করে এই সংকটকালীন পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠার জন্য জরুরি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং আমরা ১৬ টি কমিউনিটি রেডিওর সম্প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবো। আমরা আশা করি আপনি ও আপনার পরিবার কভিড-১৯ সংকটে ভালো ও নিরাপদে আছেন।

আপনার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনায়,



এ এইচ এম বজলুর রহমান

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা | ০১৭১১৮৮১৬৪৭ | [www.bnnrc.net](http://www.bnnrc.net)